দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 APR 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ট্রাভেল গ্র্যান্ট

ফল সেসন (আগস্ট/সেপ্টেম্বর) এবং স্প্রিং সেসন (ডিসেম্বর/জানুয়ারী) সমেত ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বছরে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফান্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুইডেন-বাংলাদেশ ট্রাস্ট ফান্ড কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশী স্কলারদের জন্য সীমিত সংখ্যক ওয়ান-ওয়ে ট্রাভেল গ্র্যান্ট প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেবলমাত্র নিম্নোক্ত শর্ত পূরণে সক্ষম প্রার্থিগণ আবেদন করতে পারেন :

(১) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে ভর্তি এবং পূর্ণ স্কলারশিপ/এসিস্ট্যান্টশিপ সংগৃহীত হতে হবে, তবে ট্রাভেল বন্দোবস্ত করার আর্থিক অসুবিধার কারণে তার সুযোগ গ্রহণে অসমর্থ হতে হবে।

(২) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট আবেদনকারীদের সকল পাবলিক পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী/ডিভিসন থাকতে হবে। একটি ২য় শ্রেণী প্রাপ্ত প্রার্থীদেরও বিবেচনা করা যেতে পারে। আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের অবশ্য সকল পাবলিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ থাকতে হবে।

(৩) বাইলেটারেল প্রোগ্রামের অধীনে ফেলোশিপের প্রার্থিদের ট্রাভেল ব্যয়ের বন্দোবস্ত না হয়ে থাকলে তারাও ওয়ান-ওয়ে গ্র্যান্ট-এর জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বাংলাদেশে যেসব বিষয়সমূহের উচ্চতর অধ্যয়নের সুবিধা নেই কিংবা যেসব বিষয়ের অধ্যয়ন অত্যন্ত সীমিত, ঐসব বিষয়গুলোর জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

আগ্রহশীল প্রার্থিগণ নির্ধারিত ফরমে সকল পাবলিক পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপটস (মার্কশীট ও ডিগ্রিসমূহ) এর সত্যায়িত ফটোকপি, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রমাণপত্র, সংগৃহীত আর্থিক সমর্থনের প্রমাণপত্র ও প্রসপেক্টাস সমেত নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে আবেদন করতে পারেন। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাবে। চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

বিদেশে সরকারী, বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিক যারা শিক্ষা ব্যয়ের সাহায্য পাওয়ার অধিকারী, তাদের জন্য ট্রাভেল গ্র্যান্ট বিবেচনা করা হবে না।

সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সমেত আবেদনপত্র অবশ্য ১৫-৬-৮৮ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

মোঃ নাসিরুল ইসলাম,
সহকারী সচিব
বহিঃসম্পদ বিভাগ,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ব্লক-১৬,
কক্ষ-৩১, টেলিফোন : ৩১০৩৯১-৮/২৩৮

ডিএফপি(স)—৪৫১৮(৪)৩১/৩ জি—১৩৮২